আজকের কাগজ

তারিখ ... ২১.১১.৯১ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

26

বিশ্ববিদ্যালয় খোলা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজনীতির নামে পেশাজীবী ধান্ধাবাজ মাস্তানদের সন্ত্রাসের কারণে সিন্ডিকেট কর্তৃক অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সংবাদে ছাত্রছাত্রীরা নিঃসন্দেহে আনন্দিত হয়েছে। কিন্তু এই আনন্দ ম্লান হয়ে আসে উক্ত সিন্ডিকেট সভায় উপাচার্যের বক্তব্য শুনে। তিনি বলেছেন, 'যেসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তা এখনো দূরীভূত হয়নি।' ঐ 'যেসব কারণ' থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তারিখ ঘোষণা করেছেন, আমাদের প্রশ্ন ঐ অকথিত 'যেসব কারণগুলো' কি কি? কারণগুলোর সৃষ্টিকর্তা কারা? কারণগুলো সৃষ্টির পেছনে ছাত্রদের ভূমিকা কতটুকু? কারণগুলো দূরীভূত না করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হচ্ছে কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর ছাত্রছাত্রী তথা গোটা দেশবাসীকে স্পষ্টভাবে জানানো উচিত বলে আমরা মনে করি। ইতিপূর্বে ঐ 'যেসব কারণ' নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু লেখালেখি হলেও লেখকরা নিজেদের বাঁচিয়ে লিখতে গিয়ে 'সাঙ্কা ভাষার' আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে, জনসাধারণের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঐ 'যে সব কারণগুলো' অস্পষ্টই থেকে গেছে। জনসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের জন্যে একচেটিয়াভাবে ছাত্রছাত্রীদের দায়ী করে যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের জন্যে প্রকৃতপক্ষে ক'জন ছাত্রছাত্রী দায়ী, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিরাই ভালো জানেন। এতসব বলার উদ্দেশ্যে ঐ যেসব কারণ থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হলে তা যে কোনো মুহূর্তে আবার বন্ধ হয়ে যাবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তার স্পষ্ট উদাহরণ। ঐ 'যে সব কারণ' থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়টি খোলার পরে তা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তাই আমরা অভিভাবকদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে, নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্ত্রাসের লিডিং সেন্টারে পড়তে যেতে চাইনে। কর্তৃপক্ষ যতদিন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে না পারবেন, যতদিন আমাদের যখন তখন অমানবিকভাবে হল থেকে তাড়িয়ে না দেয়ার নিশ্চয়তা দেবেন, ততদিন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার শেষ কোথায় তা দেখতে চাই। আশা করি অনেকেই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন।

মুক্তি কুন্তলা
মাসুম,
জানিপুর, কুষ্টিয়া।